সংবাদ

তারিখ 21 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

মাদারীপুর : ১১ নং চর মহিষের চর স:প্রা: বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবন। ডানে দোচালা টিনের ঘরে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা -সংবাদ

### মহিষেরচর সর. প্রা. বিদ্যালয়

# নির্মাণের ২০ বছরেই পরিত্যক্ত স্কুল ভবন

রিপন চন্দ্র মল্লিক, মাদারীপুর

মাদারীপুর সদর উপজেলার পাঁচখোলা ইউনিয়নের ১১নং চর মহিষেরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূল পাকা ভবনটি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নেয়ার অনুপযোগী হওয়ায় ২০১৫ সালে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। পাকা ভবন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অস্থায়ী দোচালা টিনের ঘরে চলছে পাঠদানের কার্যক্রম। স্কুলটি ইউনিয়নের মধ্যে হলেও সদর উপজেলা থেকে মাত্র এক কি.মি. কম দূরুত্বে অবস্থিত। জানা গেছে, ১৯৩১ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তখন ক্লাস হতো টিনের তৈরি ঘরে। ১৯৯৬/৯৭ অর্থ বছরে পুরাতন টিনের ঘর ভেঙ্গে নির্মাণ করা হয় নতুন বিল্ডিং। কিন্তু পাকা স্কুল ভবনটির বয়স ২০ পার হতে না হতেই দেয়াল, ছাদসহ বিভিন্ন অংশ ফেটে যায়, দরজা-জানালা নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করার অনুপযোগী হয়ে পড়লে ২০১৫ বিল্ডিংটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে। বিষয়টি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানানো হলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দুই লাখ টাকা দিয়ে ছোট একটি টিনের দোচালা অস্থায়ী ঘর তৈরী করে দেন। টিনের ঘরটির সামনে বেড়া না থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই চেয়ার-টেবিল ভিজে যায় এবং ক্লাস রুমের ভিতরে পানি জমে যায়। ব্যাহত হয় শিক্ষার্থীদের পাঠদান। এভাবে কোনমতে চলছে ২৭১ জন ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাঈদা খাতুন বলেন, বিদ্যালয়ের একমাত্র পাকা ভবনটি গত বছরে পরিত্যক্ত করা হয়। অথচ মাত্র বিশ বছর আগে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। যার ফলে শিক্ষার্থীদের দোচালা ছোট টিনের ঘরে কোনমতে পাঠদান করানো হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নির্দেশক্রমে পূর্বের এক শিপটের জায়গায় এখন দুই শিপট চালু করেও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জায়গা দিতে পারিনা। সামান্য বৃষ্টি হলেই ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়। দোচালা ঘরটিতে একাধিক শ্রেণি কক্ষ না থাকায় এক কক্ষে বসেই সকলকে পাঠদান করাতে হয়। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে পাঠদান করা যাচ্ছে না। স্কুল ভবনটি এই দূরদশা কয়েকবার শিক্ষা অফিসকে জানালেও আশানুরুপ কোন ফল পাওয়া যায়নি। শিক্ষা অফিস্ জানায়, আমরা ঢাকাতে নতুন স্কুল ভবনের জন্য তালিকা প্রেরণ করেছি।

৫ম শ্রেণীর ছাত্রী মেহেরুন নেছা তন্নী জানায়, স্কুলের মূল ভবনটি নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং টিনের ঘরটিতে একত্রে তিন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করায় ভালোভাবে ক্লাসে শিখতে পারছে না। এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফল করতে পারছে না। আমাদের স্কুলের জন্য নতুন ভবন খুব প্রয়োজন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল আলীম জানান, স্কুলের যে একমাত্র পাকা ভবন রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের রুম হিসেবে অনুপযোগী। এ জন্য ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিদ্যালয়টির পুরাতন ভবনের ছবিসহ নতুন ভবন নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি নুতন ভবন নির্মাণের বরাদ্দ আসবে।

মাদারীপুর